ইউনিট ৯

স্তব-স্তোত্র-প্রার্থনা

ভূমিকা

'স্তু' ধাতু থেকে স্তব ও স্তোত্র শব্দদুটি এসেছে। 'স্তু' ধাতুর মানে হচ্ছে প্রসংসা করা। ঈশ্বরের গুণ বা মহিমা ব্যক্ত করে প্রশংসা করার নাম স্তব-স্তোত্র। স্তব-স্তোত্রকে স্তুতিও বলা হয়। যেমন দেবী স্তোত্র, গঙ্গাস্তব, শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ইত্যাদি।

ঈশ্বর বা ইষ্ট দেবতার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের জন্যে, তাঁর মহিমা স্মরণ করে সকৃতজ্ঞ চিত্তের শ্রদ্ধা স্তুতিবাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

প্রার্থনা বলতে বোঝায় কারও কাছে কোন কিছু চাওয়া। ভক্ত ঈশ্বরের কাছে শান্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা করেন।

বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের স্তব বা স্তোত্র এবং প্রার্থনা মূলক মন্ত্র বা শ্লোক রয়েছে। সেগুলো আবৃত্তি করে ভক্ত ঈশ্বরের প্রতি তার ভক্তিময় আকুলতা প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষাতেও এ-রকম প্রার্থনামূলক কবিতা রচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটে ১টি পাঠে কয়েকটি স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা প্রদত্ত হল।

পাঠ ৯.১ স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বেদ, শ্রীমদ্‌বগবদ গীতা ও শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে একটি করে স্তব আবৃত্তি করতে পারবেন।
- পাঠ্য প্রতিটি স্তবের বঙ্গানুবাদ করতে পারবেন।
- কঠোপনিষদ থেকে প্রার্থনামূলক শান্ত মন্ত্রটি আবৃত্তি করতে পারবেন ও তার বাংলা অর্থ বলতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনামূলক কবিতাটি আবৃত্তি করতে ও তার সারমর্ম বলতে পারবেন।
- যে সকল গ্রন্থ থেকে স্তোত্র ও প্রার্থনাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে সে-সকল গ্রন্থের নাম বলতে পারবেন।

স্তোত্র

১. বেদ

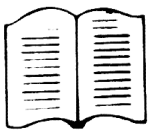

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারম্ রত্নধাতমম্
(ঋগ্‌বেদ ১।১।১)

সরলার্থ: অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, দেবতা, ঋত্বিক, দেবতাদের আহ্বানকারী এবং ধনসম্পদ প্রদানকারী। আমি অগ্নির স্তুতি করি।

২. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।
(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ১১/৩৮)

সরলার্থ: হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, অনাদিপুরুষ; বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান তুমি। তুমি সবকিছু জান, তোমাকেই জানতে হয়, তুমি পরমস্থান এবং তুমিই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছ।

৩. শ্রী শ্রী চণ্ডী

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
(৫/৩২-৩৪)

সরলার্থ: যে দেবী জীব ও জগতে শক্তিরূপে বিরাজিত, তাঁকে নমস্কার, বারবার নমস্কার।

প্রার্থনা

১. সংস্কৃত প্রার্থনা

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীমস্তু
মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ
(কঠোপনিষদঃ শান্তিমন্ত্র)

সরলার্থঃ পরম বক্ষ আমাদের উভয়কে (গুরু এবং শিষ্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন। উভয়কে সমভাবে বিদ্যাফল দান করুন। আমরা যেন সমভাবে শক্তিমান হতে পারি। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজস্বী হোক। আমরা যেন বিদ্বেষ না করি। শান্তি হোক, শান্তি হোক, শান্তি হোক।

২. বাংলা প্রার্থনা

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে।।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।।

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণ পদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো নন্দিত করো নন্দিত করো হে।।
-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সারাংশ

স্তু ধাতু থেকে স্তব ও স্তোত্র শব্দদুটি সৃষ্ট। স্তবের দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করা হয়। স্তব-স্তোত্র শীর্ষক পাঠঠিতে ঋদ্বেদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী--এ তিনটি ধর্মগ্রন্থের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে স্তব বা স্তোত্র সংগৃহীত হয়েছে।
ঋগ্বেদের মন্ত্রটিতে পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে। তিনি নিজে দেবতা, আবার পুরোহিতের মত অন্যান্য দেবতার কাছে ভক্তের নিবেদন পৌঁছে দেন।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকটিতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ ও পরিব্যাপ্ত স্বরূপের স্তুতি করা হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকটিতে সর্বভূর্তে পরিব্যাপ্ত শক্তিরূপিণী মহাদেবীর স্তব করা হয়েছে।
সংস্কৃত প্রার্থনার প্রথমটি কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া। এখানে গুরু নিজের ও শিষ্যের বিদ্যা, মৈত্রী ও কল্যাণ প্রার্থনা করছেন।
বাংলা প্রার্থনাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। এখানে পরমব্রহ্মের কাছে উদারতা, সৎসাহস, নিরলসতা, মৈত্রী ও আত্মনিবেদনের শক্তি ও গুণসমূহ প্রার্থনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। 'স্তব' শব্দটি কোন ধাতু থেকে সৃষ্ট?
ক. স্তু খ. স্তূ
গ. স্তো ঘ. স্তৈ।

২। কোন দেবতাকে পুরোহিত বলা হয়েছে?
ক. ইন্দ্রকে খ. বরুণকে
গ. অগ্নিকে ঘ. বিষ্ণুকে।

৩। 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' বলে কার স্তব করা হয়েছে?
ক. সরস্বতী দেবীর খ. লক্ষ্মী দেবীর
গ. দুর্গা দেবীর ঘ. শচী দেবীর।

৪। 'মা বিদ্বিষাবহৈ'- কথাটির অর্থ কি?
ক. আমরা যেন হত্যা না করি খ. আমরা যেন রাগ না করি
গ. আমরা যেন হিংসা না করি ঘ. আমরা যেন ভয় না করি।

৬। 'অন্তরম মম বিকশিত কর অন্তরতর হে' কে এ কথা বলেছেন?
ক. রজনীকান্ত সেন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আ) রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. স্তুতি ও প্রার্থনা কাকে বলে বুঝিয়ে লিখুন। (ইউনিট- ৯ -এর ভূমিকা দেখুন)
২. ঋগ্বেদ থেকে আপনার পাঠ্য স্তুতি মন্ত্রটি বাংলা অর্থসহ লিখুন। (পাঠ- ১ দেখুন)
৩. শ্রীমদভগবদ্গীতা থেকে একটি স্তুতিমূলক শ্লোক লিখুন। (পাঠ- ১ দেখুন)
৪. আপনার পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত কঠোপনিষদের প্রার্থনামূলক শান্তমন্ত্রটি বাংলা অর্থসহ লিখুন। (পাঠ- ১ দেখুন)
৫. পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনামূলক কবিতাটির সারমর্ম লিখুন। (পাঠ- ১ দেখুন)

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

(ক) স্তুতি কাকে বলে? (ইউনিট- ৯- এর ভূমিকা দেখুন)
(খ) প্রার্থনা কাকে বলে? (ইউনিট- ৯ এর ভূমিকা দেখুন)
(ঘ) পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শ্রীশ্রীচন্ডী থেকে উদ্ধৃত প্রার্থনা শ্লোকটি লিখুন। (পাঠ- ১ দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.১
১. ক; ২ . গ; ৩. গ; ৪. গ; ৫. খ